দৃশ্যত সংলাপ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্

সাক্ষরের নিরক্ষরতা

মাত্র কদিন আগে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিভিন্ন ক্রোড়পত্রে আনন্দের সঙ্গে পাঠ করলাম সাম্প্রতিক অগ্রগতির পরিসংখ্যান অর্থাৎ দেশে এখন ৫৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী সাক্ষর। যদিও পল্লী অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক মেয়ে কোনোদিন স্কুলে যায়নি তবুও বৈষম্যের প্রকটতা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। গণশিক্ষার ক্ষেত্রে এই বঞ্চনা নিঃসন্দেহে ঔপনিবেশিক শাসনের অব্যাহত অবজ্ঞারই ফল। পরে অমর্ত্য সেনের ভারত সম্পর্কে ভাষ্য একটু বদলে বলতে হবে যে, পাকিস্তানের নবউপনিবেশবাদী সামন্ত শ্রেণী সেই বঞ্চনাকে আরো পোক্ত করেছে। পাশাপাশি যোগ হয়েছে আমাদের সমাজেও সমসাময়িক রাজনীতিতে উঁচু শ্রেণীর আধিপত্য।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, স্বাধীন বাংলাদেশে তথাকথিত কোনো বর্ণ প্রথা নেই। তবে পত্রান্তরে লিখেছিলাম ভূস্বামী-ভূমিদাসের কথা। তখন শস্যশীলা প্রান্তরে কৃষকের স্বেদবিন্দু কুঁচি কুঁচি স্বর্ণাভ হীরকের মতো ধানের শীষে প্রস্ফুটিত। এবং সুবেশ-সুদর্শন জমিদার সুরম্য অট্টালিকায় পায়ের ওপর পা তুলে ভাড়া গুনতেন। এখনো শিক্ষিত পরিভাষায় 'চাষা' একটি গালাগালের শব্দ এবং মুচি-চামার-জোলা-তাঁতী অবশ্যই নিচু জাত, আশরাফদের ভাষায় আতরাফ। তবে এখন জমিদার নেই, কিন্তু ভূমিদাসরা বর্তমান। নতুন জমিদার শিক্ষায় সমৃদ্ধ, বাকিরা নির্জ্ঞান-নিরক্ষর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। এই যে নবীন অভিজাত শ্রেণী, অর্থাৎ আমি এবং আমরা, শিক্ষার সুযোগ থেকে অধিকাংশকে বঞ্চিত করে সুকৌশলে সংরক্ষণ করছি শিক্ষার স্বল্পলভ্যতার মূল্যমান, অর্থনীতিবিদরা যাকে ইংরেজিতে বলেন, "Scarcity value"। আবার সেই অমূল্য সম্পদকে পারিবারিক মালিকানার মতো কুক্ষিগত করে আমরা বংশানুক্রমে বিচরণ করছি রাজনীতি-সমাজ কাঠামোর উঁচুতলায়, প্রশাসন-শিল্প-বাণিজ্যের পর্বতশৃঙ্গে। আমাদের সাক্ষর-শিক্ষার চতুর্দিকে হিংসা এবং সংঘর্ষের কদর্য বীভৎসতা, নির্লজ্জ শক্তির এবং ক্ষুদ্র দম্ভের অজস্র কারসাজি এবং আমরা, রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য পঙ্‌ক্তিমালায়, জড়ের মতো, উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জন্তুর মতো। আমরা ব্যক্তিস্বার্থের গৃহে অবরুদ্ধ, অপকর্মে ক্লিষ্ট। 'আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহবান করি না, আমাদের ঘরে সংসারের চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।' বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্বে আমরা ক্ষুদ্র, সম্ভোগের ঔদাসীন্যে আমরা নিতান্তই দীন এবং ক্ষুদ্র দম্ভের অপবিত্র মিথ্যা কোলাহলে একান্তই একাকী।

অবশ্য আমরা যারা শিক্ষার কারণে সম্প্রতির জমিদার তারা যে একেবারেই বিবেকহীন সেটা বলা ঠিক হবে না। সুতরাং আমাদের পরভৃত এবং প্রায় নির্বোধ-নিরাত্মা সম্ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলি : সকলের জন্য শিক্ষা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ দর্শন। কিন্তু ঐ যে চাষা-ভুষা, তাঁতী-জোলার ছেলেমেয়েরা, তাদের প্রয়োজন [illegible] অথবা অনানুষ্ঠানিক ব্যবহারিক শিক্ষা, যা কিনা তাদের শ্রম-উপার্জনে সাহায্য করবে। অথচ আমার কিংবা আমার মতো সৌভাগ্যবানদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে [illegible] এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষা।

সাক্ষর-নিরক্ষরদের পারিবারিক উত্তরাধিকার। সাধারণ মানুষ গৃহবন্দী, নির্যাতন ও অবিচারের দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। কখনো কখনো বধ্যভূমির অধিবাসী অথবা অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে, অসুন্দরকে সুন্দরের ভূষণ পরিয়ে উদ্বৃত্তদের জয়ধ্বনি দিয়ে বেঁচে থাকে।

মনে পড়ে জার্মান কবি ব্রেখটের অনুসরণে লেখা আমার একটি কবিতার কতিপয় পঙ্‌ক্তিমালা:

আমি দুঃসময়ের অধিবাসী।
অকপট উচ্চারণ নির্বোধের অভিব্যক্তি
অকুঞ্চিত ভুরুর অর্থ অনুভূতির অভাব।

.....

এ কী রকম সময় যখন বৃক্ষের বিষয়ে আলাপ
অপরাধের পর্যায়ে পড়ে?

.....

ঐ যে প্রশান্ত লোকটি অনায়াসে রাস্তা পার হচ্ছে
সে এখন তার বিপদ আপদের বন্ধুদের
স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে চলে।

.....

আমার সময়ে পথঘাট কাদাপানিতে আটকে যেতো।
উচ্চারিত বক্তব্য আশ্চর্য্য বিশ্বাসঘাতক

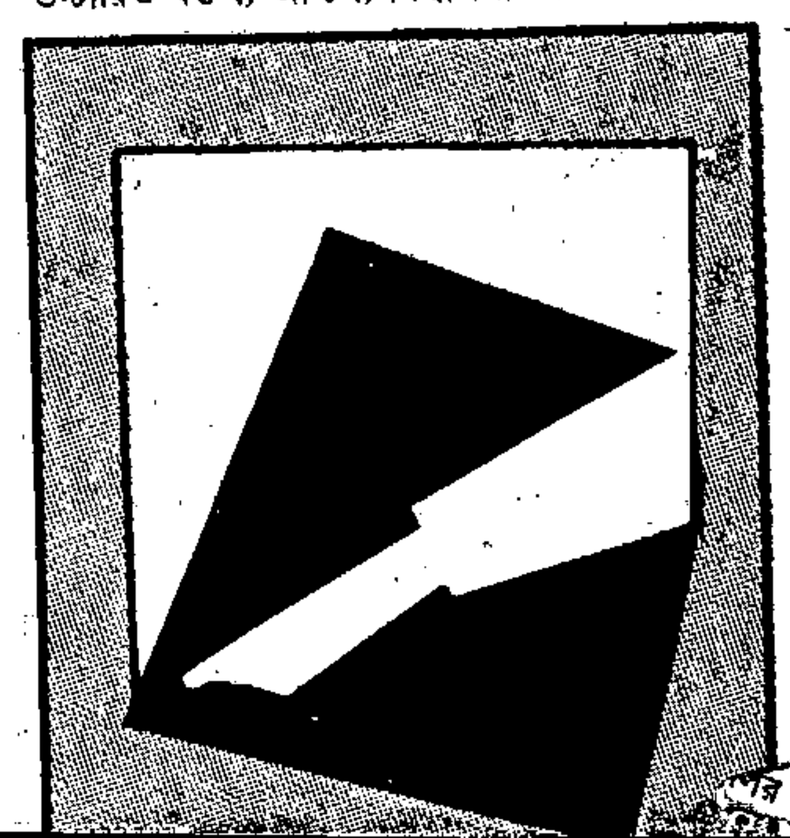

একটি ইংরেজি পত্রিকার কলামে লিখেছেন তার শৈশবের পাঠ্য একটি অঙ্কের সমস্যা সম্পর্কে।

প্রশ্নটি ছিল : একজন ব্যবসায়ীর মুনাফার জন্য এক মন দুধে কতোটুকু পানি মেশানো প্রয়োজন? ছোটবেলার সরলতার কারণে সে এবং তার অনেক বন্ধু ভাবছিল, লাভের জন্য দুধের মধ্যে পানির ভেজাল এটি তো মোটেই সৎকাজ নয়। কিন্তু পাছে প্রশ্ন করলে শিক্ষক তাদের অজ্ঞতা নিয়ে বিদ্রূপ করেন, সুতরাং সকলেই চুপ করে ছিল। লেখকের উপসংহার : ভেজাল সম্পর্কে এটিই আমাদের প্রথম শিক্ষা।

এই ভেজাল যখন সম্পৃক্ত হয় বুদ্ধির অসদাচরণের সঙ্গে, পরমত-অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্যের দুর্বিনয়ে অথবা অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার শিক্ষিত নির্বুদ্ধিতায়, তখন ধর্মীয় অভিজ্ঞানবিহীন, আচারাচ্ছন্ন মৌলবাদ, মরণ এবং আত্মার বিনিময়ে বস্তুগত যুক্তিবাদ, বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির সংকীর্ণতা, এমনকি নিরাত্মা নীতিমালার সুবচন নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য প্রবঞ্চনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা, ক্ষুদ্র দম্ভের আবরণ-আচ্ছাদন।

বহুদিন আগে ভোরের কাগজ-এর (২ মার্চ

সকলের জন্য শিক্ষা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ দর্শন। কিন্তু ঐ যে চাষা-ভুষা, তাঁতী-জোলার ছেলেমেয়েরা, তাদের প্রয়োজন অপ্রাতিষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক ব্যবহারিক শিক্ষা, যা কিনা তাদের শ্রম-উপার্জনে সাহায্য করবে। অথচ আমার কিংবা আমার মতো সৌভাগ্যবানদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে [illegible] এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষা।

অতি সহসাই তা অতিক্রান্ত হতে পারে। সোজা কথায় সমষ্টির ক্ষমতাহীনতা মুষ্টিমেয়র ক্ষমতা বলয়ে চির আবদ্ধ থাকবে। যেমনটি সামন্ত যুগে ভূমিদাসরা ছিল দর্পিত ভূস্বামীর কাছে।

আমি এবং আমরা, তথাকথিত শিক্ষিত সাক্ষর গোষ্ঠী মৃত্তিকাকে নির্জীব করেছি, জলধারাকে বিশুষ্ক করেছি, বনরাজিকে নিস্পত্র করেছি এবং মানবিকতাকে গুপ্তহত্যা করেছি। মৌলবাদের অথবা সাংস্কৃতিক বিভাজনের ক্ষুদ্র অনুসারী হিসেবে আমাদের বিস্মরণ, স্বীয় ঐতিহ্যের সকল প্রাচীন এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞান :

'সৃষ্টিকর্তা জল-মাটি-বায়ু, বৃক্ষ-শস্য-লতাগুল্ম, পশু-প্রাণী-মানুষ-মানুষী সৃজন করেছেন সকল সৃষ্ট জীবের জন্য। যেন মানুষ সৃষ্টির আশ্চর্য্য বৈভবকে নিজেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে, সকলের প্রতি ন্যায়বিচার এবং সংবেদনের আলোকে। অতি সাধারণ মানুষের সৃষ্টি সুখের উল্লাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে অসাধারণের ইঙ্গিত।'

একটি মাত্র সমস্যা। নগণ্য সাধারণকে সম্মান দিতে গেলে অসাধারণ জ্ঞানী-গুণীকে বিনীত হতে হবে। কেননা কপালের কুঞ্চিত বলিধারায় শ্রমের অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, কিন্তু মননের প্রস্ফুটন কোথায়? তেমন রাজনৈতিক নেতা, নীতিনির্ধারক, গবেষক কিংবা প্রকৌশলী বিরল যে কিনা গ্রামের অশিক্ষিত প্রবীণা-প্রবীণ বৃদ্ধের দাওয়ায় বসে আলাপ-আলোচনায় তৈরি কিংবা রাজি।

কিন্তু বিতর্কের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যখন ক্ষুরধার মনন হৃদয়াশ্রিত, সংবেদনের করুণা ধারায় অভিষিক্ত কেবল তখনই মনুষ্যত্বের অপার মহিমার বিনম্র উচ্চারণ। তখনই মানবিকতা ধন্য 'সফল চেষ্টায় আর নিস্ফল প্রয়াসে।' সেখানে সকল যান্ত্রিক ফর্মুলায় অনাস্থা আস্থা' মানবতার মনন-মানসে, আত্মার আত্মীয়তায়।

সে কারণেই আমার প্রশ্ন, সমাজে ইন্টেলেকচুয়ালদের ভূমিকা অথবা দায়িত্ব কতোটুকু? 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি আমি ব্যবহার করছি না। কারণ একজন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধার কাছে শোনা কথা। তিনি প্রাজ্ঞ-লেখক চিন্তাবিদ আবু সয়ীদ আইয়ুবকে প্রশ্ন করেছিলেন এ সম্পর্কে। উত্তরের উক্তিটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময়। বুদ্ধিজীবী শব্দটির কোনো অর্থ নেই, কারণ মনন কখনো জীবিকাশ্রয়ী হতে পারে না, যা দিয়ে জীবিকার প্রয়োজন সর্বগ্রাহ্য। স্মরণে আসছে এডওয়ার্ড সাঈদের দুঃসাহসী উচ্চারণ :

'তুমি চাও না যে আর কেউ ভাবুক যে তুমি কোনো বিশেষ রাজনীতির অনুসারী। বিতর্কিত হবে এটাও তুমি চাও না। তোমার মনে মনে সব সময় একটা ইচ্ছা, বাকিরা ভাবুক যে তোমার ভারসাম্য আছে, তুমি নিরপেক্ষ। তুমি আশা কর যে তোমাকে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য ডাকা হবে, নামীদামি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-পরিষদে তুমি সদস্য কিংবা সভাপতি হবে। তুমি এটাও আশা কর যে, হয়তো তুমি কোনোদিন অনারারি ডিগ্রি পাবে, বড়ো একটা পুরস্কার পাবে, এমন কি রাষ্ট্রদূত হয়ে বিদেশে ভ্রমণ করবে।'

আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করবো যে এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষ্যের লোভী নিরপেক্ষতা [illegible] চাটুকারিতা আমাকে পুলক

তারিখ ... ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
SEP. 15 1999